বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে

-*অর্ণব*

মুক্তমনা ই-সভায় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি মি. মহম্মদ গণি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান তথ্য সহ স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন। তদুত্তরে মি. রফিক ইসলাম আরেকটি মূল্যবান পত্র দিয়েছেন। আমার নিবন্ধখানিও এঁদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আধারিত।

'আমার সোনার বাংলা' গানটির ইতিহাসকথন এখানে অপ্রয়োজনীয়। দুই বাংলার সকল বাঙালিই জানেন, আধুনিক ভারত তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি এই গানটি রচনা করেছিলেন বঙ্গবিভাজনের বিরোধিতা করে - ভাবখানা ছিল 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'? কিন্তু বিধির বাঁধনও যে ছিল প্রকৃতপক্ষে ফস্কা গেরো তা দেখে যাবার সৌভাগ্য (পাকিস্তান-বাংলাদেশের ক্ষেত্রে) বা দুর্ভাগ্য (ভারতের ক্ষেত্রে) কবিগুরুর হয়নি। তাঁর স্বপ্নের বাংলা কিংবা ভারত অখন্ড থাকেনি। বাংলাদেশের জাতীয় কোষগ্রন্থ বাংলাপেডিয়া থেকে জানলাম, ১৯২০-এর দশকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অবনমন ঘটলে (আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বলে অলীক বস্তুটি বৃটিশ ভারতে আমদানি করেন মুসলিম লীগ, তবে সেটা ভাষাগত জাতীয়তাবাদ ছিল না, ভাষাগত জাতীয়তাবাদের উত্থান ভারতীয় উপমহাদেশে কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই ঘটেছিল। সুতরাং বাংলাপেডিয়ার মতের সাথে আমি একমত নই যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল না, ছিল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ইতিহাস সাক্ষী।) এই গানটি লোকপ্রিয়তা হারায়। (অবশ্য এই সময়ে গানটি শ্রীগোপালচন্দ্র সেনের গ্রামোফোন রেকর্ডের সূত্রে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল বলেই জানি।) পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্রতা আন্দোলন চলাকালীন সেখানে গানটির পূনরুজ্জীবন ঘটে। অতঃপর বাংলাদশের স্বাধীনতা এবং মি. গণির মন্তব্য - The birth of a new nation BANGLADESH, very different from Tagore's dream of the "United Bengal" began.....

গণি সাহেব তাঁর পত্রের উপসংহার টেনেছেন তারপরই- So we find our national Anthem, the basic identity and the spirits, as
a sovereign nation has a nebulous root of origin. Visions in Tagore's
"Amar Sonar Bangla" was truly and only intended for the restoration of
"United Bengal" in 1906 and never delivered for a separated wing of
United Bengal, namely "Bangladesh" as we see today. With due
affirmation of all respects, spirits and love for our founding
fathers, this nation someday may need to re-evaluate the nexus of
visions between the "United Bengal" and "Bangladesh" and find the true
meaning, origin and appropriateness of adopting this archaic song as
our national anthem!

সম্প্রতি বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কবি আল মাহমুদের একটি সাক্ষাৎকার পড়লাম। তাতে কবিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি যুক্তবঙ্গের স্বপ্ন দেখেন কিনা। তিনি উত্তরে জানান 'এটা বারো ভূঁইয়াদের দেশ, এ স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবে না।' আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দুই বাংলার সাহিত্যভাষাটা ক্রমশঃ দূরে সরে গেছে। এখন তা সম্পূর্ণ আলাদা। কথাটা নিতান্ত যুক্তিহীন নয়। প্রতিবছর

শারদীয় দেশ পত্রিকায় হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস প্রকাশ করছে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে সম্প্রতি ইমদাদুল হক মিলনের কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের ভাষাটাই বুঝেছি পড়ে - কিন্তু ভাবটা আত্মস্থ করতে পারিনি- যেমন পারিনা য়ুরোপীয় বা মার্কিন গ্রন্থ পড়ে - বা যেমন পারি সুনীল শীর্ষেন্দুর উপন্যাস পড়ে।

সত্যটা আজ এই বাংলাভাষাও আজ মার্কিন ইংরাজি ও বৃটিশ ইংরাজির মত দ্বিধাবিভক্ত - কলকাতাই বাংলা, যা অনেকটাই সাবেকি ও আরবি প্রভাবিত ঢাকাই বাংলায়। (কবিসভা নামে একটি জনপ্রিয় ই-সভা স্থানীয় ডায়ালেক্ট, যাকে পশ্চিমবঙ্গীয়রা ভাষায় বাঙাল ভাষা বলেন, তাতে সাহিত্যচর্চা ও কাজকর্মের পক্ষপাতি। অবশ্য ঢাকায় কলকাতাই বাংলার সভঙ্গ চলন আছে যা তারা বাংলার মাধ্যমে আজ এপার বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়ে বিশুদ্ধ হাস্যরস উৎপাদন করছে। বাস্তবিক কবিসভার প্রয়াস বাংলাদেশের লজ্জা-নিবারণী হবে, আশা রাখি।)

এমতাবস্থায় বাঙালি জাতিরও জাতিসত্ত্বা বিভক্ত হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বরাকে বসবাসকারীরা আজ ভারতীয় বাঙালি, আর বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দ বাংলাদেশি বাঙালি। ভারতে বাংলা চলে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও আনন্দবাজার পত্রিকার নিদান মেনে - আর বাংলাদেশের বাংলা চলে বাংলা একাডেমী, ঢাকার নিদান মেনে। আমরা কেউই আজ বাংলা ভাষা সম্পর্কে অপরের নিদান শুনতে রাজি নই। রাজনৈতিক অবস্থাতেও কম্যুনিস্ট বাংলা (পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত নতুন নাম হল বাংলা) ও ইসলামি বাংলাদেশের (রাষ্ট্রধর্মের নিরিখে) মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট।

তাই বলা যায় গণি সাহেবের প্রতি জবাবি পত্রে রফিক সাহেব ‘Do you have anything else in your mind to say?` বলে যে কটাক্ষ করেছেন তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ভাঙা বাংলা জোড়া লাগার কোনো সম্ভাবনাই নিকট ভবিষ্যতে নেই - ১০০-২০০ বছর পর আমাদের উত্তরসূরিরা এ নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

বাংলাদেশে একটি কণ্ঠস্বরের কথা প্রায়ি শুনি যারা ‘আমার সোনার বাংলা’কে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদাচ্যুত করতে চায়। তাদের দাবি মূলত ধর্মীয়। কিন্তু এ নিয়ে বাংলাদেশিদের চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ ধর্ম নয়, গানটির সূত্রভূমি। একটি বাংলাদেশি ই-সভায় প্রবন্ধ পড়েছিলাম, (যতদূর মনে পড়ে লেখক কুদ্দুস খান, আমার কাছে লেখাটির কপি নেই, তাই স্মৃতি-দৌর্ব্বল্য জনিত ত্রুটি হলে ক্ষমা চাইছি।) ‘রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র মূলত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, শেখ মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদী’। সেজন্যই বলছি, একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর রচিত গান একটি সম্পূর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি হতে পারেন, বাংলাদেশে জনপ্রিয় হতে পারেন, কিন্তু তাঁর চেতনায় ভারতই ছিল রাষ্ট্রের সমার্থক - স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর কাছে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনা। কারণ তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি থাকবে ভারতীয় হয়েই। পৃথক রাষ্ট্রে নয়। গণি সাহেবের ভাষায় Visions in Tagore's "Amar Sonar Bangla" was truly and only intended for the restoration of "United Bengal" in 1906 and never delivered for a separated wing of United Bengal, namely "Bangladesh" as we see today.

বাংলাদেশ চেতনার ইতিহাস শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগস্ট। তার পূর্বে যা কিছু বাঙালি ছিল সবই ছিল ভারতীয়। অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে বিদেশি। তাই নয় কি?

বাংলাদেশে কবি সঙ্গীতকারের অভাব নেই। অভাব নেই প্রতিভারও। (আমি স্বয়ং বাংলাদেশি প্রতিভার গুণমুগ্ধ) যুতসই জাতীয় সঙ্গীত রচনার রসদ ও মস্তিষ্ক বাংলাদেশেই জুটে যাবে। পৃথিবীর সকল দেশের

জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় নিজ নিজ দেশের প্রধান কবিদের দ্বারা। অন্যরাষ্ট্র বিশেষত 'বন্ধুপ্রতিম' বিরোধী দেশের জাতীয় কবির দ্বারা তো নয়ই।

১১ বৈশাখ, ১৪১২
বেহালা, কলকাতা

পুনশ্চ ঃ বাংলাদেশি সেন্টিমেন্টে আঘাত করে থাকলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে আমার বক্তব্য আমি বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য প্রকাশ করছি না, তা স্বরূপ বলছি। একথার যৌক্তিকতা বিচারের ভারও আপনার।